শিষ্যত্বের বিকাশ

অপরিহার্য্য শিক্ষা

ঈশ্বর এবং আধ্যাত্মিক জগৎ

পাঠ ২: শয়তানের রণনীতিসমূহ

খ্রীষ্টানুসারী হিসাবে আমরা যে আধ্যাত্মিক যুদ্ধে জড়িত আছি তাতে ঈশ্বরের রণনীতি এবং ঈশ্বরের বাক্য ও প্রার্থনাঃ এই দু'টি অস্ত্র দিয়ে দিয়াবলের রণনীতি কি করে ভেস্তে দিতে হয়, এই বিষয় দু'টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই পাঠে । ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? আমরা ঈশ্বরের বাহিনীর যোদ্ধা এবং ঈশ্বরের রণনীতি কি তা জানা আমাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক, যদি উত্তমরূপে তাঁর সেবা করতে চাই । সফল হতে হলে, শত্রুর রণনীতি সম্পর্কে আমাদের ওয়াকিবহাল হতে এবং তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে । আরও জানতে হলে পাঠ করে যেতে থাকুন ।

আমরা সেটা জানি বা না জানি, এই নক্ষত্রের প্রতিটি মানুষ এক যুদ্ধে লিপ্ত আছে । আমাদের প্রাণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারী কে, যুদ্ধটা এই নিয়েই এবং এই যুদ্ধে শয়তানকে পরাস্ত করতে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ দিতে পারি ।

যুদ্ধজয়ের মূল নীতি হচ্ছে শত্রু পক্ষের রণকৌশল জানা এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ হল নিজের অধিনায়কের রণকৌশল জানা এবং অনুসরণ করা ।

সুতরাং, ঈশ্বরের বাহিনীর যোদ্ধা হিসাবে আপনি কি ঈশ্বরের রণকৌশল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল?

জানেন কি যে, এটা আমাদের জন্য ঈশ্বরের ভালবাসার সঙ্গে একসূত্রে নিবিড় করে বাঁধা এবং ক্রুশের উপরে আমাদের জন্য যীশুর বলিদানের মাধ্যমে অভিব্যক্ত?

সংবাদ-মাধ্যমে কি যুদ্ধের ছবি দেখেছেন? শিক্ষালয়ে কি অতীত যুদ্ধের কথা পড়েছেন কিংবা নিজেই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন? রক্তপাত, ভীতি আর নিরাপত্তাহীনতা, সামরিক আর অসামরিক মানুষের জীবনহানি, এ সবই হল যুদ্ধের মর্মান্তিক বাস্তবতা । যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সহজে ভোলা যায় না, আর বাকি জীবনের জন্য মানুষকে ভারাক্রান্ত করে দেয় ।

খ্রীষ্টানুসারী হিসাবে যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে আর মান্য করে, বাইবেল তাদের বলে ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের প্রজা, মনোনীত জন, রাজকীয় যাজকবর্গ ইত্যাদি । এই উপাধিগুলি ছাড়াও আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাধি হচ্ছে খ্রীষ্টের যোদ্ধা । কোন যুদ্ধ জয়ের মূলমন্ত্র হচ্ছে নিজের সেনাধ্যক্ষের রণকৌশল জানা ।

বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের সচেতন থাকা দরকার যে, আমাদের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করতে দিয়াবল প্রতারণাকেই ব্যবহার করে থাকে । অন্যদিকে, ঈশ্বর কিন্তু মানুষকে জয় করে ভালবাসা দিয়ে । এখানেই আমাদের প্রার্থনা আর অন্যদের পক্ষে আমাদের অনুরোধের সবচেয়ে গুরুত্ব । আমাদের উচিৎ ঈশ্বরের ভালবাসাকে আঁকড়ে থাকা । এমনকি, দিয়াবলের চক্রান্ত ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে যখন চিড় ধরায়, ঈশ্বরের বাক্য আর প্রার্থনা তখন তা উতরে যেতে এবং জয়ী হতে সাহায্য করে ।

আসুন, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠভাবে চলা বিঘ্নিত করার মত দিয়াবলের চক্রান্ত বোঝার জন্য আমরা মনোনিবেশ করে শাস্ত্র পর্যবেক্ষণ করি । এর আগে আমরা দেখেছিলাম যে, দিয়াবল শব্দটির অর্থ হচ্ছে অপবাদক ও প্রতারক । অন্য কথায়, আমাদের পাপে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে চালিত করার লক্ষ্যে দিয়াবল মিথ্যাকে ব্যবহার করবে; ঈশ্বরের লোককে বোকা বানাবার লক্ষ্যে সে ঈশ্বরের বাক্যকে অপভ্রষ্ট করে থাকে । আদিপুস্তক ৩:৩-৫ পদ বর্ণনা করে দিয়াবল কিভাবে মিথ্যা কথা বলে হবাকে প্রতারিত করেছিল । এমনকি, আজও শয়তান ক্রমাগত আমাদের কাছে মিথ্যা বলে চলেছে নিশ্চিত করতে যেন আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা খোয়াই ।

কোন মানুষের এমন কোন্ মৌলিক চাহিদাকে দিয়াবল কাজে লাগিয়ে থাকে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটাকে ব্যাহত করতে? ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য যৌন স্বৈরাচার আর হিংসাকে দিয়াবল ব্যবহার করতে পারে । আমরা জানি যে, আমাদের স্বাভাবিক যৌন বেগ বা উদ্যম হচ্ছে আসলে ঈশ্বরের দান এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্দর কিছু, কিন্তু দিয়াবল এই একই বেগকে ব্যবহার করতে পারে লোককে অশুচি ভাবনা ভাবাতে বা তাদের মনোবাঞ্ছাকে ভ্রষ্ট করতে যাতে তাদের পাপে পতন ঘটে ।

ইফিষীয়দের উদ্দেশ্যে তাঁর পত্রে পৌল এই বিষয় লিখেছিলেন, ব্যভিচার থেকে তাদের পালাবার নির্দেশ দিয়ে, কারণ এটি এমন পাপ হচ্ছে নিজেরই দেহের বিরুদ্ধে অনাচার, আর এই দেহ হচ্ছে পবিত্র আত্মার মন্দির ।

দিয়াবল হচ্ছে এক ওস্তাদ চক্রী, যে কি না বিচিত্র সব কূটকৌশলকে কাজে লাগায় ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য । তাছাড়াও প্রতারণা

আর প্রলোভন ব্যবহার করার পাশাপাশি, অসম্ভব আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবিশিষ্ট এক আধ্যাত্মিক সত্বা হওয়ার গুণে, সে পিশাচ প্রেরণ করতে পারে মানুষের মন ও শরীরকে দখল ও দমন করার জন্য । মার্ক ৫:৫ পদ বর্ণনা করে কেমন করে পিশাচদের একটা গোটা বাহিনী একটি মানুষকে গ্রাস করে তাকে আত্মনিগ্রহ করতে ঠেলে দিয়েছিল । হ্যাঁ, এমনকি আজও, দিয়াবল ক্ষমতা ধারণ করে মানুষকে উৎপীড়ন, অত্যাচার এবং বধ করার উদ্দেশ্যে তাদের আক্রান্ত করায় । সচরাচর এই রকম আক্রান্ত হওয়াই মানুষকে চালিত করে নানান ভয়-ভীতিতে যার দরুণ তারা তাদের অন্তর ঈশ্বরের আহ্বানের প্রতি রুদ্ধ করে দিতে পারে ।

তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রকাশ করার আর একটি উপায় হচ্ছে পৌত্তলিক, মন্ত্র-তন্ত্র এবং এমনই আরও বিদ্যার মাধ্যমে যে, সবক্ষেত্রে মানুষের হানি করার উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দান করা হয় ওঝা আর গুণীনদের ।আর এই বিষয়ে গীতিকার বলেছেন গীতসংহিতা ১০৬:৩৬-৩৭ পদে, যেখানে মানুষকে ভয় দেখিয়ে তার কাছে দিয়াবল পূজা আদায় করতে পারে ।

বাইবেল বলে যে, তাকে অনুসরণ এবং পূজা করার লক্ষ্যে জগতের শাসকদের বাধ্য করতে দিয়াবল নানান অদ্ভূত আকৃতি আর ভেল্কিবাজী ব্যবহার করতেও পারে প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৪ পদ । অন্যান্য সময়ে, জগতের সমস্ত কর্তৃত্বকে নিজের করায়ত্ত রাখতে সে রাষ্ট্রগুলির সরকারী ব্যবস্থা আর রাজনীতিকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে দানিয়েল ১০:১৩ পদেতে এই বিষয়ে বলেছে ।

কি করে ঈশ্বরের সঙ্গে একজন বিশ্বাসীর সম্পর্কের বিরুদ্ধে কর্তৃত্বের উপর দিয়াবলের নিয়ন্ত্রণ কাজ করতে পারে? কোন রাষ্ট্রের শাসক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে, রাজনৈতিক নিপীড়নের মাধ্যমে, খ্রীষ্টাচারী বিরোধী আইনের মাধ্যমে, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ঈশ্বরের বাক্যের সম্প্রসারকে দিয়াবল ব্যাহত করতে পারে । ঈশ্বরের বাক্য এও বলে যে, দিয়াবলের চক্রান্তের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে খ্রীষ্টানুসারীদের হয়রানি করা যাতে তারা তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করে ।

আধ্যাত্মিক আক্রমণ করার আরও কি কোন পন্থা আছে দিয়াবলের? খ্রীষ্টাচারী জীবনযাপনের একেবারে কেন্দ্রস্থলে দিয়াবল আঘাত হানতে পারে । দানিয়েল ১০ অধ্যায়ে আমরা দেখি যে, ২৩ দিন যাবৎ দানিয়েলের প্রার্থনা দিয়াবল আটক করেছিল । একই উপায়ে সুসমাচার সম্প্রসারে এবং আপনার প্রার্থনার উত্তর লাভ করায় দিয়াবল ব্যাঘাত ঘটাতে পারে ।

দিয়াবলের দ্বারা প্রতারিত হওয়া আমরা কি করে ঠেকাতে পারি? উত্তর নিহিত রয়েছে বাইবেল পাঠের মধ্যে যাতে আমরা সত্য জানতে পারব আর সত্য আমাদের মুক্তিদান করবে । পবিত্র আত্মার সঙ্গে আমাদের সংসর্গ আরও গভীরতর করলে আর ঈশ্বরের বাক্যের আরও গভীরে আমাদের মূল গ্রথিত করলে তবেই দিয়াবলকে পরাজিত করতে পারব কিন্তু বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে আর এমন চক্রান্তকে প্রতিহত করতে হলে খ্রীষ্টানুগামীদের পক্ষে ঈশ্বরের বাক্যে শুধু বদ্ধমূল থাকাটাই যথেষ্ট নয় বরং প্রার্থনার মাধ্যমে

দিয়াবলের দ্বারা প্রতারিত হওয়া আমরা কি করে এড়াতে পারি? এর সমাধান রয়েছে বাইবেল পাঠের মধ্যে যাতে আমরা সত্য জানতে পারি, যে সত্য আমাদের মুক্তি এনে দেয় । পবিত্র আত্মার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে প্রগাঢ় করার এবং ঈশ্বরের বাক্যে মূলবদ্ধ থাকার দ্বারাই আমরা দিয়াবলকে পরাজিত করতে পারি ।

বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের সাবধান থাকা উচিৎ যে, আমাদের হতবুদ্ধি আর পথভ্রষ্ট করতে দিয়াবল নানা ছলনা কাজে লাগায় । অন্যদিকে ঈশ্বর কিন্তু মানুষকে জয় করেন ভালবাসা দিয়ে । এখানেই আমাদের প্রার্থনা আর ওকালতির সবচেয়ে কার্যকারিতা । ঈশ্বরের প্রেমে আমাদের সম্পৃক্ত থাকতে হবে । এমনকি যখন দিয়াবলের চক্রান্ত ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরায়, ঈশ্বরের বাক্য এবং প্রার্থনা তা জয় করতে আর বিজয়ী হতে আমাদের সাহায্য করতে পারে তখন ।

প্রভুর কাছ থেকে শক্তি আহরণও করতে হবে । দিয়াবলের চক্রান্ত ও কৌশলকে তিরোধ করতে হলে ঈশ্বরের শক্তি ও ক্ষমতাকে উন্মুক্ত করার উপায় হচ্ছে নিরন্তর ও ক্রমাগত প্রার্থনা ।

আমাদের প্রার্থনায় উল্লেখ করার মত ক্ষেত্র কি কি হতে পারে?

প্রথমতঃ, নিজেদের জীবন অনুসন্ধান পূর্বক অনুতাপ করা আর স্বীকার না করা পাপগুলির জন্য ক্ষমা যাচ্ঞা করা । দ্বিতীয়তঃ, আত্মায় চলতে সাহায্য করার জন্য ভুকে অনুনয় করা । তৃতীয়তঃ, ঈশ্বর দত্ত রণসজ্জায় সম্পূর্ণ সজ্জিত হওয়া যাতে প্রভুর শক্তি ও ক্ষমতার সংগ্রামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকি ।

সর্বশেষে, প্রভু যে জয় আমাদের দেবেন তার প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিৎ? শত্রুর তিরোধ অনাবৃত করে দেওয়ার এবং ঐশ্বরিক পবিত্রতা ও ধার্মিকতার বিজয়কেতন উড্ডীন করার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের উচিৎ । সংক্ষেপে, শত্রুর দূর্গ ধূলিসাৎ করার পর পরেই আপনাকে ঈশ্বরের দূর্গ গড়ে তুলতে হবে ।

আপনি হয়ত ভাবছেন, মাংসের বিরুদ্ধে একবার যুদ্ধজয় করে নিয়ে নিলেই আমরা ত মেষশাবকের রক্তে ধৌত হয়ে পাপমুক্ত জীবনযাপন করছি তাহলে আবার দূর্গসমূহ ভেঙ্গে ফেলব কি উপায়ে? উত্তর নিহিত রয়েছে ক্রুশেতে । খ্রীষ্ট যখন ক্রুশে আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তিনি আমাদের হয়ে সমস্ত দূর্গসমূহ ভেঙ্গে ফেলেছিলেন । সুতরাং, আমাদের আর নতুন করে যুঝতে হবে না শুধু বরং আমাদের জয় দাবি করতে হবে!

আমাদের খ্রীষ্টিয় আচরণ ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাব যে, হোঁচট খাওয়ার একটা প্রবণতা রয়েছে আমাদের মাংস আর আমাদের আত্মার মধ্যে এক অবিশ্রান্ত সংঘর্ষ লেগে রয়েছে । এটাকে থামাব কি করে? নিরাপত্তার জন্য আমাদের ভরসা করতে হবে ঈশ্বর এবং তাঁর বাক্যের উপর এবং তিনি আমাদের সুজ্জিত করেন তিনভাবে যাতে দিয়াবলের আক্রমণের মুখে আমরা অটল থাকিঃ

প্রথমতঃ, প্রভুর নামের দ্বারা (গীতসংহিতা ৯:১০ পদ) ।

দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার করে (ইব্রীয় ৪:১২ পদ) ।

তৃতীয়তঃ, খ্রীষ্টের রক্তের মাধ্যমে; প্রকাশিত বাক্য ১:৫ পদ আমরা পড়ি যে, যীশুর রক্ত আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করেছে আর তাই আমাদের ওপর দিয়াবলের আর কোন এক্তিয়ার নেই ।

- শয়তানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্কটাকে নষ্ট করে দেওয়া আর তার জন্য বিভিন্ন কৌশল সে অবলম্বন করে থাকে ।

- দিয়াবল হচ্ছে এক নিন্দক ও ঠগ; ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তার মিথ্যা আমাদের বোকা বানাতে পারে ।

- যীশুর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়ে দিয়াবলকে নিরস্ত করেছিলেন ঈশ্বর ।

- এই জগতের ক্ষমতা আর কর্তৃত্বসমূহই হচ্ছে দিয়াবলের ঘাঁটি । দিয়াবলকে দমন করতে হলে আমাদের মাংসকে জয় করতে এবং আমাদের মধ্যে নিহিত পাপ স্বভাবের সমস্ত লেশমাত্রকে ঘুচিয়ে দিতে হবে ।

- দিয়াবলের আক্রমণ ব্যর্থ করার ত্রিবিধ উপায় ঈশ্বর দেখিয়েছেন আমাদেরঃ

    - প্রভুর নাম
    - ঈশ্বরের বাক্য
    - মেষশাবকের রক্তে

- দিয়াবলের যে কোন চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করার উপায় হচ্ছে অবিরাম প্রার্থনা, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং আনুগত্য ।

আপনার মতামত

- পরিত্রাণ ছাড়াও ঈশ্বরের ভালবাসার অভিজ্ঞতা আপনি কি কি উপায়ে লাভ করেছেন?

- কি কি ভাবে খ্রীষ্টানুসারীরা বহু সময়ে দিয়াবল দ্বারা প্রতারিত হয়ে থাকে? অতীতে আপনি নিজে কিভাবে প্রতারিত হয়েছেন? ভবিষ্যৎ প্রতারণা আপনি কিভাবে প্রতিরোধ করবেন?

- নিজের জীবন সন্ধান করে দেখুন যদি এখনও কোন দূর্গ (এমন এমন ক্ষে যেখানে ঈশ্বরের বদলে শয়তান তার প্রভাব খাটাচ্ছে – এমন যে কোন কিছু হতে পারে এগুলি যা ঈশ্বরের কাছ থেকে আপনাকে দূরে সরিয়ে নেয়) । চলতি সপ্তাহে এই দূর্গগুলিকে মোকাবিলার জন্য আপনি কি করতে পারেন? এই কাজে আপনি কিভাবে ঈশ্বরের সাহায্যের উপর নির্ভর করবেন?

- কোন নবাগত খ্রীষ্টানুসারী যখন তার চলায় হোঁচট খান তখন বিশ্বাসের উত্তম যুদ্ধে তাকে কিভাবে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেবেন?

বাইবেলের পদগুলি বাংলা পবিত্র বাইবেল (কেরী সংকলন) থেকে নেওয়া হয়েছে । কপিরাইট © দ্য বাইবেল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, ২০৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, ব্যাঙ্গালোর – ৫৬০ ০০১ ।

এই সকল বিষয়বস্তু জগতের মানুষের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে যতদিন খুশি ব্যবহার করতে পারেন। সকল বিষয়বস্তুগুলির কপিরাইট ©2019Trans World Radio Canada -র অধিনস্থ। লাইসেন্সের বিষেয় অধিক জানার জন্য দেখুন www.discipleshipessentials.org/licensing